সংবাদ বিজ্ঞপ্তি নভেম্বর

০৪ নভেম্বর ২০১৯

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী ড. ভূপেন হাজারিকা'র ৮ম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী ড. ভূপেন হাজারিকা'র ৮ম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে 'মোরা যাত্রী একই তরণীর' শীর্ষক আলোচনা, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান। ৫ নভেম্বর ২০১৯ একাডেমির জাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে সন্ধ্যা ৬.৩০টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও ব্যতিক্রম মাসডো, আসাম যৌথভাবে আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে ভারত ও বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়াও আগামী ৬ নভেম্বর ২০১৯ একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে সন্ধ্যা ৬.৩০টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও অসম সাহিত্য সভা, আসাম যৌথভাবে আয়োজন করেছে আলোচনা, সংগীত, নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠান।

আগামী ৭ নভেম্বর ২০১৯ সন্ধ্যা ৭টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও অসম সাহিত্য সভা, আসাম এর যৌথ আয়োজনে পরিবেশিত হবে অসম কলাতীর্থ ও এস বি মুভিজের নিবেদন, কমলারানির গল্প অবলম্বনে ড. পরমানন্দ রাজবংশী'র রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনায় অসমিয়া নাটক 'কমলাকুঁয়ারীর সাধু'।

৬ নভেম্বর ২০১৯

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী ড. ভূপেন হাজারিকা'র ৮ম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী ড. ভূপেন হাজারিকা'র ৮ম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে 'মোরা যাত্রী একই তরণীর' শীর্ষক ৫-৭ নভেম্বর ২০১৯ তিনদিনব্যাপী আলোচনা, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ব্যতিক্রম মাসডো, আসাম এবং অসম সাহিত্য সভা, আসাম, ভারত।
৬ নভেম্বর ২০১৯ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে আলোক প্রজ্জালন ও ভূপেন হাজারিকা'র স্মৃতির প্রতি ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যদিয়ে ২য় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। আলোচনা পর্বে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন অসম সাহিত্য সভা, আসাম, ভারত এর সভাপতি ড. পরমানন্দ রাজবংশী এবং আসামের সাবেক বিচারপতি জনাব বিপ্লব শর্মা ।

আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক পর্বে সত্রীয়া নৃত্য পরিবেশন করে শ্রদ্ধাঞ্জলী শর্মা, প্রিয়াংকা সিনহা এবং সম্রাজ্ঞী কায়ছোপ, অষ্ট আকাশ হতে গান করে ইন্ডিয়ান আইডলের শ্রেষ্ঠ গায়িকা মানসী সহরিয়া, হে জয় রগুনন্দন অসমিয়া সঙ্গীত পরিবেশন করে দিল্লী

রাজ্যসভার সাবেক এমপি কুমার দীপক দাস, মানুষ মানুষের জন্য এবং আজ জীবন খুঁজে পাবি ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে ঢাকা সাংস্কৃতিক দলের শিল্পীবৃন্দ, আসামের বর্ণালী মহন্তো এর নৃত্য পরিচালনায় সত্রীয়া নৃত্য, কৃষ্ণ বন্দনা, গোপী নৃত্য এবং গঙ্গা আমার মা পরিবেশন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নৃত্যশিল্পীবৃন্দ, গোয়াল পারিয়া ফোক স্গংগীত পরিবেশন করে জবা চক্রবর্তী, ভূপেন হাজারিকার উপর মডার্ন ডান্স সময়ের অগ্রগতি পরিবেশন করে মরমী মেডী, । রুমিলা বড়ো (আসাম) এর নৃত্য পরিচালনায় বিহু আঙ্গিকে সাজিয়ে দোপাটি মাথার খোপাটি গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যশিল্পীবৃন্দ, ভূপেন হাজারিকার গান প্রতিধ্বনি শুনি এবং জয় জয় নবজাতক পরিবেশন করে রুপম ভূঁইয়া, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী তরালী শর্মা পরিবেশন করে গঙ্গা আমার মাসহ ২টি গান, মঙ্গল হোক এই শতকে মঙ্গল সবার গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যশিল্পীবৃন্দ। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করে মন্দীপ মহন্তো এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

আগামীকাল ৭ নভেম্বর ২০১৯, সন্ধ্যা ৭টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপনী। সমাপনী সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও অসম সাহিত্য সভা, আসাম এর যৌথ আয়োজনে অসম কলাতীর্থ ও এস বি মুভিজের নিবেদন কমলারানির গল্প অবলম্বনে ড. পরমানন্দ রাজবংশী'র রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনায় ম স্থ হবে অসমিয়া নাটক 'কমলাকুঁয়রীর সাধু'।

০৭ নভেম্বর ২০১৯

ভূপেন হাজারিকা'র প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপনী

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী ড. ভূপেন হাজারিকা'র ৮ম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে 'মোরা যাত্রী একই তরণীর' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী আলোচনা, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ব্যতিক্রম মাসডো, আসাম এবং অসম সাহিত্য সভা, আসাম, ভারত- এর সহযোগিতায় ৫-৭ নভেম্বর ২০১৯ একাডেমিতে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৭ নভেম্বর ২০১৯, সন্ধ্যা ৭টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপনী সন্ধ্যায় অসম কলাতীর্থ ও এস বি মুভিজের নিবেদন কমলারানির গল্প অবলম্বনে ড. পরমানন্দ রাজবংশী'র রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনায় ম স্থ হয় অসমিয়া নাটক 'কমলাকুঁয়রীর সাধু'।

'কমলাকুঁয়রীর সাধু' গল্প সংক্ষেপ: অসমের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অ লের খবার সময়ে পুকুর খোঁড়া কার্য্যরে শুরুতে জলদেবতার উদ্দেশ্য রাজার প্রিয় রাজকন্যাকে উৎসর্গ করার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। অসমের দরং জেলায় প্রচলিত এরূপ এক জনশ্রুতিকে অবলম্বন করে ড. পরমানন্দ রাজবংশী রচনা করেছেন 'কমলাকুঁয়রীর সাধু'। কমলা রাজকন্যার গল্প প্রচলিত এই জনশ্রুতির আধারে ড. রাজবংশী রচিত ও পরিচালিত এই নাটকটি লোক উপাদান ও লোকগীতে সমৃদ্ধ। প্রাচীন লোককথায় থাকা উপাদানগুলোকে প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগীর দ্বারা বোঝার ও প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার।

কোচ দরঙ্গী রাজা পিতৃপুরুষের রাজধানী কোচ বিহার থেকে ঘুরে আসার পথে কুশান নাচ-গান করতে থাকা রূপবতী কমলাকে দেখতে পেয়ে মোহিত হন ও চতুর্থজন রানী হিসেবে রাজধানীতে নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে কমলা সন্তান সম্ভবা হলে রাজায় অন্য তিনজন সন্তানহীনা রানীর গুরু হলো নারীর সনাতনী ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা। এর ফলে কিভাবে কমলাকুয়রী নিঃশেষ হলেন তারই এক

করুণগাঁথা হচ্ছে এই ‘কমলা কুয়রীর সাধু’। সম্পূর্ণ নারী চরিত্রের দ্বারা অভিনীত এই নাটকটি অসম তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ম স্থ হয়েছে। এই নাটকটির বিষয় বস্তু নিয়ে ‘কমলা কুয়রী: অ ঞ্ৎধমরপ গুঃয’ নামে একটি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে, যা মুক্তির অপেক্ষায়।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন হিমাপ্রীদি পাটোয়ারি, প্রিমরোজ শইকিয়া, আরাধনা দেবী, যঞ্জশ্রী উপমন্যু, ডলি ভরদ্বাজ, ভায়োলিনা রাজকুমারী, রিজুমণি দেউরি, প্রিয়াংকা সিংহ বরুয়া, শ্রদ্ধঞ্জলি শর্মা, সম্রাজ্ঞী কাশ্যপ, মিমন মহন্ত এবং পূজা দাস।

০৯ নভেম্বর ২০১৯

দেশজুড়ে চলছে নদীভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘১৩শত নদী শুধায় আমাকে’

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদী গুলোই এ দেশের প্রাণ। শতাধিক বড় নদী জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে এ দেশ জুড়ে। নদীগুলো যেন কত শত সভ্যতার সূতিকাগার। নদীগুলোর কোনটি ছোট আবার কোনটি বড় কিন্তু প্রতিটি নদীই নির্দিষ্ট অঞ্চলে তার নিজস্ব অবদানের ক্ষেত্রে স্বমহিমায় স্বীকৃত। প্রতিটি নদীই বছরের পর বছর ধরে বয়ে চলেছে তার অববাহিকায় গড়ে ওঠা নানান সভ্যতার স্মৃতি নিয়ে। নদীকে নিয়ে রচিত হয়েছে নানা রকম গান, গল্প, কবিতা।

জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর দু’পাশে গড়ে উঠা নগর ও বন্দর এবং নদীর পানি দূষণসহ নানা কারনে অনেক নদীই বিলিন হয়ে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে নদীপথ ও নদীকেন্দ্রীক যোগাযোগ ব্যবস্থা। ১৩শত নদীর বাংলাদেশে নদীকে কেন্দ্র করে রয়েছে মানুষের জীবন জীবিকা। তাই নদীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণ তুলে ধরা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে নদীতে অথবা নদীর পাড়ে আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় প্রতিটি জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ৬৪ জেলায় আয়োজন করা হয়েছে ‘১৩শত নদী শুধায় আমাকে’ শীর্ষক নদীকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে শুরু হওয়া দেশজুড়ে মাসব্যপী চলবে এই আয়োজন। নাটোর, বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কুমিল্লা, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, বরিশাল, মৌলভীবাজারসহ ১৫টি জেলায় অনুষ্ঠান অয়োজিত হয়েছে।

গত ৪ নভেম্বর সোমবার সন্ধা ৬ টায় বরিশাল জেলা নগরীর ত্রিশ গোডাউন বধ্যভূমির কীর্তনখোলা নদীর তীরে নদী কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বরিশাল জেলা শিল্পকলা একাডেমি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম অজিয়র রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কালচারাল অফিসার হাসান রশীদ মাকসুদ। অনুষ্ঠান আয়োজনে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি অতিথিরা বরিশালের নদীসহ সকল নদী রক্ষায় আমাদের করনিয় বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনা করেন।

গত ৬ নভেম্বর ২০১৯ বিকেল ৩টায় মৌলভীবাজার জেলার মনু নদীর পাড়ে চাদঁনীঘাট ব্রিজের কাছে জেলা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করে নদীকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য নেছার আহমেদ। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে নদীভিত্তিক গান, নৃত্য, কবিতা, লোকগান পরিবেশিত হয়। এছাড়াও একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় যেখানে শিশুরা নদী বিষয়ক ছবি অংকন করে।

১৫ নভেম্বর ২০১৯

‘শেখ হাসিনা-বাংলাদেশের স্বপ্নসারথি’ শীর্ষক প্রদর্শনীর সময় বাড়লো ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা‘র সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকচিত্র এবং তাকে নিয়ে সৃজিত শিল্পকর্ম নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনী চলবে ৩০ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ভবনের ১ ও ৬ নং গ্যালারীতে ‘শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্বপ্নসারথি’ শীর্ষক ২৮ সেপ্টেম্বর-২৭ অক্টোবর ২০১৯ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। দর্শনার্থীরদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ২য় বারেরমতো প্রদর্শনীর সময় বাড়লো আগামী ৩০ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। প্রতিদনি সকাল ১১টা (শুক্রবার দুপুর ২টা) থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রয়েছে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন। তাঁর নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে দৃপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ । বাঙালির স্বপ্নসারথি, উন্নয়নের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকচিত্র এবং শিল্পকর্ম নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মাসব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া শিল্পকর্মগুলো প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন কর্মকান্ড ও বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের শিল্পভাষ্যের উন্মোচন। এই আলোকচিত্র ও শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে শিল্পের একক আবহে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

২৪ নভেম্বর ২০১৯

মোবারক হোসেন খান এর মৃত্যুতে শিল্পকলা একাডেমির শোক প্রকাশ

মোবারক হোসেন খান একজন সঙ্গীত গবেষক ও লেখক। উপমহাদেশের অন্যতম এক সঙ্গীত পরিবারে তার জন্ম। স্বাধীনতা উত্তর তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীতে অবদানের জন্য তিনি ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একুশে পদক, ১৯৯৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন এবং ২০০২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

বরেণ্য এই শিল্পী ২৪ নভেম্বর ২০১৯ সাকলে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। সংস্কৃতির এই মহামানবের প্রয়াণে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'মোবারক হোসেন খাঁন বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতিতে তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর প্রয়ানে আমরা গভীরভাবে শেকাহত'।

মোবারক হোসেন ১৯৩৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমান বাংলাদেশ) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের এক সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ একজন প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী। তার চাচা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ।

মোবারক হোসেনের কর্মজীবন শুরু হয় বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে। পরে তিনি বেতারের মহাপরিচালক হিসেবে ৩০ বছর কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে তিনি ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশ করেন তার প্রথম সঙ্গীত বিষয়ক বই সংগীত প্রসঙ্গ। বিভিন্ন পত্রিকায় তার সঙ্গীত বিষয়ক লেখা নিয়ে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় বই বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ। এরপর তিনি রচনা করেন সঙ্গীত মালিকা। পরবর্তীতে তিনি সঙ্গীত ও শিশু বিষয়ক ৫০টির মত গ্রন্থ রচনা করেন।

২৮ নভেম্বর ২০১৯

'যাত্রাশিল্পের নবযাত্রা শীর্ষক' ১১তম যাত্রানুষ্ঠান-২০১৯

যাত্রাশিল্পের নবযাত্রা শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন, আলোচনা ও যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষে ১১তম যাত্রানুষ্ঠান-২০১৯ আয়োজন করেছে বাংলোদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১২ বাস্তবায়ন ও যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২৮-২৯ নভেম্বর২০১৯ পর্যন্ত দুইদিনব্যাপী জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটার হলে যাত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ থেকে ২৯ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮.৪৫টা পর্যন্ত সাতটি যাত্রাদলের যাত্রাপালা মঞ্চায়নের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

যাত্রাশিল্প উন্নয়ন কমিটির প্রতিদিন ৩ জন সম্মানিত সদস্য যাত্রা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে যাত্রাপালা মূল্যায়ন করবেন এবং তাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে যাত্রাদলগুলোকে নিবন্ধন প্রদান করা হবে। সম্মানীত সদস্যরা হলেন-এস এম মহসীন, রামেন্দু মজুমদার, মো: বদরুল আনম ভূঁইয়া, ড. আফসার আহমদ, তাপস সরকার, মিলন কান্তি দে, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, মামুনুর রশীদ এবং জ্যোৎনাবিশ্বাস।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ইতোমধ্যে ১০টি পর্যায়ে ১১১ (একশত এগার)টি যাত্রাদলকে নিবন্ধন প্রদান করেছে এবং ১৫টি যাত্রাদলকে বিভিন্ন অভিযোগে নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে।

১১তম যাত্রানুষ্ঠান ২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী সকল যাত্রাপালাগুলি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং উৎসবের সিডিউল সূচি সংযুক্ত করা হলো। ২দিনব্যাপী যাত্রানুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর পরে পরিবেশিত হয় সামছুল হক এর রচনা ও মো. হাসান এর পরিচালনায় দিপ্তী নাট্য সংস্থা যাত্রাপালা সাগরভাসা, আর্সাদ আলী'র রচনায় ও মজিদ মিয়ার পরিচালনায় সবিতা নাট্য সংস্থার যাত্রাপালা রূপবান এবং জসীমউদ্দিন আহমেদ এর রচনায় ও শহিদুল্লাহ বাহারের পরিচালনায় সুমী নাট্য সংস্থার যাত্রাপালা আলোমতি প্রেমকুমার। আজকের পরিবেশিত ৩টি যাত্রাদলই নরসিংদী জেলার।

আগামীকাল ২৯ নভেম্বর ২০১৯ রঞ্জন দেবনাথের রচনায় বিকাশ সরকারের পরিচালনায় নব প্রভাত অপেরা কুষ্টিয়ার যাত্রাপালা মেঘে ঢাকা তারা, নির্মল মুখোপাধ্যায়ের রচনা ও প্রণাব মন্ডলের পরিচালনায় রাজমহল অপেরা খুলনার যাত্রাপালা মানবী দেবী, রঞ্জন দেবনাথের রচনায় ও মো. মাসুদুল হক বাচ্চু'র পরিচালনায় বলাকা অপেরা বগুড়ার যাত্রাপালা মায়ের চোখে জল এবং রঞ্জন দেবনাথের রচনা ও সৌমেন বাবুর পরিচালনায় প্রভাষ অপেরা খুলনার যাত্রাপালা কলংকিত নায়ক পরিবেশিত হবে ।

২৯ নভেম্বর ২০১৯

নড়াইলে দুই দিনব্যাপী এস এম সুলতান উৎসব ২০১৯ শুরু

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে নড়াইল জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর ২০১৯ দুইদিনব্যাপী এস এম সুলতান উৎসব ২০১৯ আয়োজন করা হয়েছে। নড়াইলের রুপগঞ্জে অবস্থিত এস এম সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালা, শিশুস্বর্গ ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে দুই দিনব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।
৩০ নভেম্বর সকাল ৮টায় এস এম সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালা প্রাঙ্গণে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে উৎসব শুরু হয়। সকাল ১০টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী ও নড়াইলের জেলা প্রশাসক আনজুমান আরাসহ জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে এস এম সুলতানের সমাধিতে পুস্পস্তবক অর্পনের মধ্যদিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর অতিথিরা চিত্রানদীতে শিশুদের নৌকা ভ্রমণ করেন।
সকাল ১১টায় শিশুস্বর্গ মিলনায়তনে চিত্রাঞ্জান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও শিশু কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১.৩০টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন চিত্রশিল্পী সাখি ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির গুণীজন সম্মাননা প্রাপ্তদের চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হবে। বিকাল ৪টায় লালবাউল ও শিশুস্বর্গ-২ এ বাউল গানের আসর এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমি মুক্তমঞ্চে স্থানীয় কবিদের অংশগ্রহণে কবিতা পাঠের আসর, বিকাল ৫টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মুক্তমঞ্চে শিল্পী শাওন আকন্দ কর্তৃক এস এম সুলতানের উপর তথ্যচিত্র উপস্থাপন, সন্ধ্যা ৬টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মুক্তমঞ্চে তথ্যচিত্র আদমসুরত প্রদর্শিত হবে।

উৎসবের ২য় দিন ১ ডিসেম্বর ২০১৯ বিকাল ৪টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নড়াইলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, পিপিএম (বার), নড়াইল পৌরসভার মেয়র জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, এস এম সুলতান ফাউন্ডেশনের সদস্যসচিব আশিকুর রহমান মিকু, জেলা শিল্পকলা একাডেমি নড়াইলের সাধারণ সম্পাদক মলয় কুমার কুণ্ডু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন নড়াইলের জেলা প্রশাসক আনজুমান আরা। সন্ধ্যা ৬টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মুক্তমঞ্চ নড়াইলে পরিবেশিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী।